দুরালাপনী ঃ +৮৮ ০২৩৩৩৩২৩৮০১-৮০৪
Website: www.cnfctg.org, www.cnfctg.net
E-mail: cnfctg@gmail.com, cnfctg@yahoo.com

চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

CHATTOGRAM CUSTOMS AGENTS ASSOCIATION

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রচার পত্র নং - ৬৯/২০২৪ **তারিখঃ ২৩/১২/২০২৪ খ্রিঃ**

নিন্দা, অপপ্রচার ও মনগড়া অভিযোগের বয়ান প্রত্যাখ্যান করুন
নির্বাহী কমিটির নেতৃত্বে ঐক্য, সংগ্রাম ও লড়াইয়ের ধারাকে অগ্রসর করুন

সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করুন।

প্রায় দুই হাজার আটশত সম্মানিত সদস্যের প্রিয় সংগঠন, গঠতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিরঙ্কুশ ভোটে বিজয়ী নেতৃত্ব এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ। সদস্যদের ভালোবাসায় সিক্ত, নির্বাচনে উপর্যুপরি ম্যান্ডেট প্রাপ্ত এসোসিয়েশন নেতৃত্ব। নবীন ও প্রবীণের সমন্বয়ে গঠিত সাহসী নেতৃত্ব, তাঁদের যুগোপযোগী কার্যক্রম, সময়োচিত পদক্ষেপ এবং সাহসী লড়াইয়ের ধারায় সিএন্ডএফ এজেন্টদের ব্যবসাকে কন্টকমুক্ত করার পদক্ষেপে অবিচল। আমাদের পথচলা মসৃণ ছিল না, ছিল না কুসুমাস্তীর্ণ। তথাপি, দৃঢ় সংকল্পে বুক বেঁধে আমাদের অর্জিত সাফল্যগাঁথা যা রচিত হয়েছে, তার সকল কৃতিত্ব আপনাদের, সম্মানিত সদস্যদের। নিম্নে তার কিয়দংশ তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

এসোসিয়েশন এর বর্তমান নেতৃবৃন্দের গৃহীত উল্লেখযোগ্য সদস্য-বান্ধব কার্যক্রমঃ

- শুধুমাত্র কর্মঘণ্টা শুরু হওয়া থেকে অফিস বন্ধের মুহূর্ত অবধি নয়, বরং সম্মানিত সদস্যদের কাজে ব্যঘাত সৃষ্টির ন্যূনতম সংবাদে এসোসিয়েশন নেতৃত্ব ছিলেন দিবারাত্রি সক্রিয় ও সচেষ্ট। ছিলেন কাস্টমস্ ও বন্দরে কোন সমস্যা বিনা প্রশ্নে, বিনা চ্যালেঞ্জে ছাড় না দেয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে কারণেই দিবালোকে যেমনি, গভীর রাতেও তেমনি বন্দর-অফডক-কাস্টমস্-আনস্টাফিং-কায়িক পরীক্ষায় যেকোন উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে এসোসিয়েশন নেতৃত্ব ছিলেন কর্তব্যে অবিচল।

- কাস্টম হাউসে নতুন পদায়ন-বদলী নৈমিত্তিক ও ধারাবাহিক। এই প্রক্রিয়ায় নবাগত অফিসারগণ আনস্টাফিং সংক্রান্ত অফিস আদেশ-১২৭ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন না, ফলে মাঝেমধ্যেই আনস্টাফিং শাখায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। দৃঢ়তার সাথে আনস্টাফিং সংক্রান্ত অফিস আদেশের আলোকে তা নিরসনে নেতৃবৃন্দ সক্রিয় রয়েছেন।

- কাস্টম হাউসে এসোসিয়েশন নেতৃত্বের সরব ও নিয়মিত উপস্থিতি দৃশ্যমান। সদস্যদের যেকোন সমস্যা সমাধানে নেতৃবৃন্দ সদস্যদের পাশে সবসময় আছেন। প্রতিদিন যেকোন বিষয়ের তাৎক্ষণিক ও কার্যকর সমাধানে এবং সদস্যদের প্রশ্নের বাস্তবসম্মত পথ ও পদ্ধতি অনুসন্ধানে নেতৃবৃন্দ সদা প্রসারিত হৃদয়ে হাজির। সুতরাং মাসের যেকোন একটি দিনে সদস্যদের মাঝে হাজির হয়ে আনুষ্ঠানিক প্রশ্নোত্তর পর্ব আয়োজন তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। একটি মাত্র দিনের জবাবদিহীতা নয়, এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত জবাবদিহীতায় বিশ্বাসী এবং সে লক্ষ্যেই কার্যরত।

- আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকার মূল অংশে নতুন জমি ক্রয়কালে বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতাকারীগণ সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেছিলেন ''জমি ক্রয়ের নামে অর্থ আত্মসাত করা হচ্ছে''। তাদের অভিযোগ মিথ্যা ও অসার প্রমাণিত হওয়ার পর তারা এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে স্ববিরোধী ও বিক্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে চলেছেন। শতাধিক কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের এবং উচ্চ প্রযুক্তি ও নান্দনিক স্থাপত্য কৌশলে নির্মিতব্য ২৩ (২০+৩) তলা বিশিষ্ট একটি ভবনের নির্মাণ কাজ যথাযথ দক্ষতা, অভিজ্ঞতার সমন্বয় এবং দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা ও পর্যালোচনায় নিয়ে করতে হবে। অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে ''বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে'' তাড়াহুড়া করে নির্মাণ কাজ শুরু করতে এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ আগ্রহী নয়।

  ভবন নির্মাণের উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান (Consultant) নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। যার প্রাথমিক কাজ গুলো করা হয়েছে গণপূর্ত দপ্তর, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রকৌশলীদের দ্বারা গঠিত বোর্ড এর তত্বাবধানে। পরবর্তী কার্যক্রম ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হচ্ছে চুয়েট এর সাবেক উপাচার্য ও বর্তমানে সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ডঃ মোজাম্মেল হক এর তত্ত্বাবধানে, যা সাধারণ সভায় অবহিত করা হয়েছিল। বর্তমানে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান (Consultant) নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত হলেও, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। ২০১৫ সালে পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা

চলমান পাতা - ২

দুরালাপনী ঃ +৮৮ ০২৩৩৩৩২৩৮০১-৮০৪
Website: www.cnfctg.org, www.cnfctg.net
E-mail: cnfctg@gmail.com, cnfctg@yahoo.com

চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

CHATTOGRAM CUSTOMS AGENTS ASSOCIATION

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম-৪১০০

হলেও প্রকৃতপক্ষে জমির রেজিস্ট্রি গ্রহণ করা হয় ১১/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে। রেজিস্ট্রেশন সহ ব্যয় হয়েছিল ২৮,৫১,৭০,০১৮/- (আটাশ কোটি একান্ন লক্ষ সত্তর হাজার আঠার টাকা)। ব্যাংকে রাখলে এ সময়ের মধ্যে এই পরিমাণ অর্থ কিভাবে সত্তর কোটি টাকা হতে পারে? বরঞ্চ এই সময়ের মধ্যে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণের বেশি। এ ধরণের বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাছাড়া অরুপ ভবন ক্রয় করা হয়নি, ক্রয় করা হয়েছিল জমি। কারণ অরুপ ভবন তখন ব্যবহার অনুপযোগী ও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। ভবনের শুধুমাত্র একটি কক্ষে ভাড়াটে ছিল। তারাও কয়েক মাসের মধ্যে চলে যায়। সুতরাং ভবনটি ভাড়া দিয়ে ৮-১০ কোটি টাকা পাওয়ার বিষয়টি অজ্ঞতা প্রসূত ও তথ্য ভিত্তিক নয়। বরঞ্চ পুরাতন ভবনটি টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করে এসোসিয়েশন তহবিলে ছত্রিশ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে।

- ফেডারেশনের অব বাংলাদেশ কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে এসোসিয়েশন দীর্ঘদিন ধরে লাইসেন্সিং বিধিমালার সিএন্ডএফ এজেন্টদের মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কতিপয় বিধি সংশোধনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছে। মূল দাবী ছিল সিএন্ডএফ লাইসেন্সি'র মৃত্যু পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নিকট লাইসেন্স হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা। এসোসিয়েশন ও ফেডারেশনের জোরালো পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এস.আর.ও নং-২৩৯-আইন/২০২৩/১৯৩/কাস্টমস তারিখ-০২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ জারীর মাধ্যমে সিএন্ডএফ লাইসেন্সি'র মৃত্যু পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নামে লাইসেন্স হস্তান্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক এর পরিবর্তে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় পাশ এবং যোগ্যতা যাচাইয়ের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তে শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক বৈধ উত্তরাধিকারীর অনুকূলে লাইসেন্স হস্তান্তর করা হবে মর্মে কাস্টমস্ এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা-২০২০ এর বিধি-১৯(খ)(আ)সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে শুধু কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামে বিপুল সংখ্যক উত্তরাধিকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছেন এবং প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া লাইসেন্সিং বিধিমালায় মৌলিক অধিকার পরপন্থী বিদ্যমান অন্যান্য বিধি সমূহ সংশোধনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট জোর দাবী জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দের দৃঢ়, সজাগ ও প্রতিবাদী ভূমিকার কারণে অদ্যাবধি লাইসেন্সিং বিধিমালার উপবিধি-২৩ এর (গ)(চ)(ট) অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ করে কোন সিএন্ডএফ লাইসেন্স বাতিল বা অর্থদন্ড আরোপ করা হয়নি।

- গত ০২/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাননীয় চেয়্যারম্যান মহোদয়ের সাথে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় কাস্টমস্ আইন-২০২৩ এর ৮২ ধারা অনুযায়ী অসত্য ঘোষণার জন্য কাস্টমস্ এজেন্টকে দায়ী করার বিধান রহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলে চেয়ারম্যান মহোদয় জানান, অসত্য ঘোষণার জন্য শুধুমাত্র প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে কাস্টমস্ আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আইনের ধারা সংশোধনের বিষয়েও গুরুত্ব প্রদান করেন।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে ০২/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখ কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় কাস্টমস্ এর বিদ্যমান সমস্যা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা সংশোধন বিষয়ে বেশ কিছু দাবী উত্থাপন করা হয়। চেয়ারম্যান মহোদয় দাবীসমূহ যৌক্তিক মর্মে জানান এবং দাবী সমূহ পর্যালোচনা করে গ্রহণযোগ্য সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন। পরবর্তীতে দাবী সমূহ নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি) জনাব হোসেন আহমদ মহোদয়ের সাথে ১১/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে সদস্য মহোদয় জানান, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম দ্রুত, স্বচ্ছ, ব্যবসাবান্ধব ও নিয়মতান্ত্রিক করা এবং অনিয়ম বন্ধে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে একটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। সংস্কার কমিশনে এসোসিয়েশনের দাবী সমূহ উত্থাপন এবং দাবী সমূহের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা পূর্বক কার্যকর সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। সংস্কার কমিশনের সাথেও এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ ও তথ্য প্রদান করছেন। এছাড়া লাইসেন্সিং বিধিমালার কতিপয় ধারা সংশোধনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মহোদয়ের নিকট লিখিত প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে মর্মে জানানো হয়েছে।

চলমান পাতা - ৩

দুরালাপনী ঃ +৮৮ ০২৩৩৩৩২৩৮০১-৮০৪
Website: www.cnfctg.org, www.cnfctg.net
E-mail: cnfctg@gmail.com, cnfctg@yahoo.com

চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

CHATTOGRAM CUSTOMS AGENTS ASSOCIATION

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম-৪১০০

- অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতাবশতঃ বা শুল্ক ফাঁকির উদ্দেশ্যে নয় এমন কারণে আমদানি পণ্যের এইচ.এস.কোড বা সিপিসি ভুল প্রদান করা হলে উচ্চহারে জরিমানা আরোপ করা ন্যায়-সংগত নয়। অনেক সৎ ব্যবসায়ী অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য উচ্চ হারে জরিমানা প্রদান করে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে ছিটকে পড়ছেন। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করার প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত আদেশে (নথি নং-০৮.০১.০০০০.৫৩.০২.০২৩.২৩/১৫৩, তারিখ-০২/০৪/২০২৩ খ্রি.) এইচ.এস.কোড এর প্রথম ৬ ডিজিট সঠিক থাকা সাপেক্ষে ন্যায়-নির্ণয়ন না করা, তদপরবর্তীতে আদেশ নথি নং-০৮.০১.০০০০.৫৩.০২.০২৩.২৩/৪৩৩, তারিখ-২১/১২/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে সংশোধন করে কোন পণ্য প্রথমবার আমদানির ক্ষেত্রে ঘোষিত এইচ.এস.কোড ৪ ডিজিট পর্যন্ত সঠিক হলে এবং সিপিসি ভুল হলে মিথ্যা ঘোষণা হিসেবে বিবেচিত হবে না মর্মে সংযোজন করা হয়। এছাড়া উক্ত আদেশ অনুযায়ী আমদানি দলিলাদিতে ভুল এইচ.এস.কোড থাকলে, তা বিল অব এন্ট্রি দাখিলের পূর্বে কমিশনার মহোদয়কে অবহিতকরণ সাপেক্ষে সঠিক এইচ.এস.কোড প্রদান করা হলে মিথ্যা ঘোষণা হিসেবে বিবেচিত হবে না। আদেশটি আরো সংশোধনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করছে।

- শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা-২০০০ (এস.আর.ও নং ৫৭-আইন/২০০০/১৮২১/শুল্ক তারিখ-২৩/০২/২০০০ খ্রি.) এর আলোকে পণ্য মূল্য নির্ধারণের জন্য এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ দাবী জানিয়ে আসছেন। ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক সাফল্য এসেছে। অন্যায়ভাবে পণ্য মূল্য চড়াও এর অভিযোগ পেলে, নেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ও সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি) মহোদয়ের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এ সংক্রান্ত আদেশ নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৫৭.০৪.০০৫.২৪.৬৩, তারিখ-১৫/১২/২০২৪ খ্রি. জারী করা হয়েছে।

- কাস্টম হাউসের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাসায়নিক পরীক্ষক পদায়নের জন্য বার বার কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে কাস্টম হাউসের সম্মেলন কক্ষে গত ০২/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিষয়টি পুনঃউপস্থাপন করা হলে চেয়ারম্যান মহোদয় জানান, কাস্টম হাউস চট্টগ্রামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে এবং পরীক্ষাগারে দক্ষ রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য, যেসব পণ্যের নমুনা কাস্টম হাউসের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে টেস্ট করা সম্ভব নয়, সেসব পণ্য বহিঃল্যাবে পরীক্ষা পদ্ধতি সহজীকরণ এবং দ্রুত রিপোর্ট প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

- ওয়ান ইলেভেন এর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মাঝি প্রথা রহিত করে বার্থ অপারেটরের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের প্রথা চালু হয়। এতে উদ্ভুত নানাবিধ সমস্যার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংসদীয় কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি সহ বন্দরের বিভিন্ন পর্যায়ে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মাঝি প্রথা ফিরিয়ে আনার দাবী উত্থাপিত হলেও কার্যত: শ্রমিকরাই এ প্রথায় ফিরতে ইচ্ছুক নন। সুতরাং মাঝি প্রথা ফিরিয়ে আনা দুঃসাধ্য। কিন্তু অভিযোগ প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রায় সবক্ষেত্রেই এসোসিয়েশন নেতৃত্ব দ্রুততার সাথে সে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন। এসোসিয়েশন থেকে বিলিকৃত ছকে পণ্যচালানের তথ্য ও শ্রমিক গ্যাং নম্বর উল্লেখ করে অভিযোগ বন্দর অভ্যন্তরে কর্মরত এসোসিয়েশন কর্মচারীর নিকট জমা করা হলে, সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের গেইট পাশ বাতিল সহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়।

- সিএন্ডএফ কমিশনের উপর প্রযোজ্য ভ্যাট সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/ষ্টেশন কর্তৃক বিল অব এন্ট্রির সাথে উৎসে কর্তন করে রাখা হয়, সেহেতু সিএন্ডএফ এজেন্টগণকে মাসিক মূসক দাখিলপত্র (VAT Return) দাখিলের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে লিখিতভাবে অনুরোধ করা হয়। জবাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে লিখিতভাবে জানানো হয়, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতি কর মেয়াদে দাখিলপত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে বিধায় দাখিলপত্র প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদানের আইনগত কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, VAT Return দাখিলের বিষয়টি দাতা সংস্থা সমূহের একটি শর্ত।

চলমান পাতা - ৪

দুরালাপনী ঃ +৮৮ ০২৩৩৩৩২৩৮০১-৮০৪
Website: www.cnfctg.org, www.cnfctg.net
E-mail: cnfctg@gmail.com, cnfctg@yahoo.com

চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

CHATTOGRAM CUSTOMS AGENTS ASSOCIATION

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম-৪১০০

শূণ্যগর্ভ কথার ফানুস নয়, আমাদের আস্থা কাজে, ভরসা রাখুন নেতৃত্বেঃ

অতি সম্প্রতি একটি প্রচারপত্র সদস্যদের মাঝে বিলি করা হয়েছে, যাতে শত শত শব্দমালার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও কার্যক্ষেত্রে কথিত সমালোচনাকারীদের বাস্তবে কোন রকম সরব উপস্থিতি কার্যত দৃশ্যমান নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অধিকাংশ সমালোচনাকারী বিশেষজ্ঞের মত বক্তব্য প্রদান করলেও বাস্তবক্ষেত্রে কখনও তাদেরকে কারো ন্যূনতম সহযোগিতা করতে দেখা যায়নি। কাস্টমস্ সিএন্ডএফ এজেন্টদের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত নানান চ্যালেঞ্জে ভরপুর। সুতরাং কাজ করতে গেলে নানান সংকট-বাধা-বিপত্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। নেতৃত্বের কাজ পথের বাধা সরিয়ে নির্বিঘ্ন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে সহযোগিতা করা। সে লক্ষ্যেই কখনো আলোচনার টেবিলে যুক্তি নির্ভর মতামত সহ বক্তব্য উপস্থাপন, কখনো দাবীনামা উত্থাপন, কখনো সংগঠিতভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা সংগঠিত করে নেতৃত্ব প্রদান, যা এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ ধারাবাহিক ও ক্লান্তিহীনভাবে করে চলেছেন। এ পথ পূর্ব থেকে স্থিরকৃত ও অনুমান নির্ভর নয়, বরং সময়ের প্রয়োজনে চাহিদাভিত্তিক দাবী অনুসারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ। আন্দোলন-সংগ্রামে পোড় খাওয়া এসোসিয়েশনের সংগ্রামী নেতৃত্ব উঠে এসেছেন দৈনন্দিন লড়াই ও প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনের মৌসুমে যারা সরব হন কেবলমাত্র নির্বাচনে মুখরোচক ও কষ্টকল্পিত বাক্যরাশি নিয়ে, বাস্তবতার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ সিএন্ডএফ এজেন্টগণ তাদের অপপ্রচার ও কুৎসাকে প্রত্যাখ্যান করে আপনাদের আস্থার পরীক্ষায় বারবার উত্তীর্ণ কমিটির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।

নিবেদক,

কার্যনির্বাহী পরিষদ

চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন